

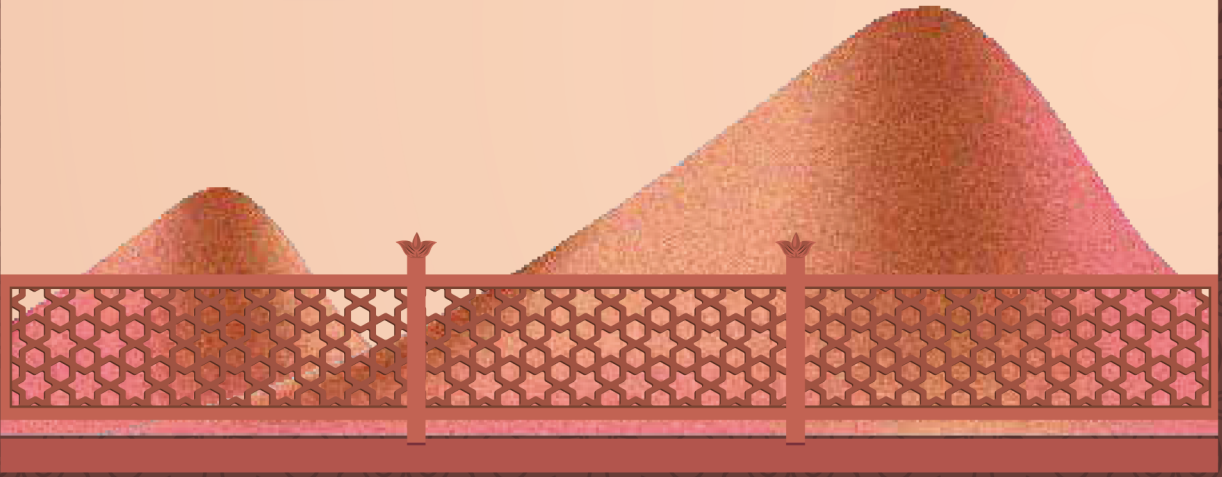
“বিধবাদের
বিয়ে করা
একটি
স্বাভিচ্ছিতে মুল্লাহ”

রুমিয়্যাহ ৪ হতে সংকলিত এবং অনুবাদিত



FURAT

ফুরাত মিডিয়া, বাংলা বিভাগ



বিধবাদের বিয়ে করা একটি প্রতিষ্ঠিত সূন্যহ

আবার – এবং আল্লাহ যতবার চান ততবার, এমনকি শতবার হলেও – কেউ এসে যদি কোন শার’ঈ প্রমাণ ব্যতীতই এটিকে “লজ্জাজনক” বলে নিন্দা করে বা নিষেধ করে, লজ্জার একটি ভুল ধারণাকে – যা অনেক মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তারা ব্যতীত আল্লাহ যাদের হিফায়ত করেছেন, আল্লাহ কর্তৃক বৈধতা প্রদানকৃত হালাল ও নিষেধকৃত হারামের ওপর প্রাধান্য প্রদান করে, তবে এমন ব্যক্তির উচিত নিজের উদ্বেগজনক অবস্থার জন্য ভীত হওয়া।

আবু জাফর আল-বাগ্হদাদী রচিত “আল-মাহবার” কিতাবে তিনি একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন, “তিনবার ততোধিক বার বিয়ে হওয়া নারীদের নাম”, এবং তিনি তাতে সাহাবিয্যাতদের মাঝে শ্রেষ্ঠ কয়েকজনের নাম এনেছেন।

তদুপরি, সাহাবাহগণ স্বামী মারা গিয়েছে এমন মুসলিমাহ নারী বিয়ের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতেন, যাতে তারা পিতৃহীন ইয়াতীম সন্তানদের প্রতিপালন করতে পারেন। অতএব, সাহাবাহগণ কী সেই হিকমাহর ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন, যা বর্তমানে বিধবা বিবাহের বিরোধীরা উপলব্ধি করে ফেলেছেন? এমন নারীদের এই ঈমান কোথায় যে নারীর পর সাহাবাহগণ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ?

এছাড়াও আমাদের নাবী ﷺ এর কন্যাগণ ও নাতনীদের মাঝে এমন নারীরা ছিলেন, যারা এক, দুই এবং তিনবারও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। ইবনু কাসীর رحمه الله বলেছেন, “যাইনাবের বিয়ে হয়েছিল খাদিজাহর বোনের ছেলে আবুল আস ইবনুর রবী ইবনু ‘আবদিল ‘উযযা ইবনু ‘আবদি শামস ইবনু ‘আবদি মানাফের সাথে, তার মায়ের নাম হালাহ বিনতু খুওয়াইলিদ – এবং তিনি পুত্রসন্তান ‘আলী ও কন্যা উমামাহ বিনতু যাইনাবের জন্ম দেন, যিনি ‘আলী ইবনু আরী তলিবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন... তিনি তার সাথে থাকতেই ‘আলী মারা যায়। এরপর তিনি আল-মুগ্গীরাহ ইবনু নাওফাল ইবনুল হারীস ইবনু ‘আবদিল মুত্তালিবকে বিয়ে করেন” (আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ)।

তিনি আরও বলেছেন, “আর উম্মু কুলসুম, আমীরুল মুমিনীন ‘উমার ইবনুল খাত্তাব তাঁকে বিয়ে করেন এবং তিনি যাহ্যিদের জন্ম দেন। ‘উমারের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর চাচা জাফরের পুত্রদের একে একে বিয়ে করেন: ‘আওন ইবনু জাফরের সাথে বিয়ের পর মারা গেলে তাঁর ভাই মুহাম্মাদ তাঁকে বিয়ে করেন এবং এরপর তিনিও মারা গেলে তাঁর ভাই ‘আবদুল্লাহ ইবনু জাফর তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁর সাথে থাকা অবস্থাতেই উম্মু কুলসুম মারা যান” (আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ)।

হ্যা, উম্মু কুলসুমের বিয়ে চারজন পুরুষের সাথে হয়েছিল, আর তিনি ছিলেন নাবীর নাতনি এবং ‘আলী ও ফাতিমাহর কন্যা, তবু কেউ তাঁর দিকে বক্রদৃষ্টিতে

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমার উম্মাহর মধ্যে সর্বোত্তম প্রজন্ম হলো যে প্রজন্মে আমি প্রেরিত হয়েছি, তারপর যারা তাদের পর আসবে তারা” (আবু হুরাইরা কর্তৃক আল-বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন)। আন-নববী বলেছেন, “উলামাগণ একমত হয়েছেন যে, সর্বোত্তম প্রজন্ম হলো তাঁর ﷺ প্রজন্ম, অর্থাৎ তাঁর সাহাবীগণ... আর অধিকাংশ ‘উলামাদের মতে, প্রত্যেক মুসলিম যিনি নাবী ﷺ -কে এমনকি এক ঘণ্টার জন্য হলেও দেখেছেন, তিনিই সাহাবী।”

সাহাবিয্যাতদের সেই প্রজন্মের নারীদের মধ্যে একটি সাধারণ প্রথা ছিল যে তাদের স্বামী মারা গেলে অথবা নিহত হলে, তারা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন, কেবল উম্মুল মুমিনীনগণ ব্যতিক্রম, নাবী ﷺ এর পর তাঁরা অন্য পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ ছিলেন। আর যদি আমরা জীবনী ও ইতিহাসের কিতাবাদি পর্যালোচনা করি, তবে খুব কমই এমন সম্ভ্রান্ত মুমিনাহ মুত্তাকী নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করেননি, তার সন্তান থাকুক বা না থাকুক। এছাড়া আমরা এমন কখনওই দেখিনি যে তাদের পুনর্বিবাহের জন্য তাদের আশেপাশের কোন পুরুষ বা নারী তাদের সমালোচনা করেছে বা প্রথম স্বামীর প্রতি অবিশ্বস্ততার অভিযোগ তুলেছে! আর যে ব্যক্তি কোন নারীকে তার স্বামীর মৃত্যু বা শাহাদাতের পর পুনর্বিবাহের জন্য নিন্দা করে, তার উচিত আল্লাহর বিধান ও অনুমোদনকৃত কোন বিষয়ের বিরোধিতার ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার উচিত।

তাই কোন নারীর স্বামী মারা গেলে যদি তিনি পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং এরপর তিনি মারা যাওয়ার পর আবার, এবং তিনি মারা যাওয়ার পর

তাকায়নি, তাঁর সমালোচনা করেনি ও তিনি এমন কোন নিন্দাসূচক কথা শোনেনি যে, “ধিক্কার তোমাকে, কীভাবে তুমি তোমার প্রথম স্বামীকে ভুলে গেলে এবং তোমাদের মধ্যকার সাহচর্য ও ভালোবাসা বিস্মৃত হলে?”

অনুরূপ, মুমিনা নারীদের জন্য দুবার হিজরাহকারী সাহাবিয়্যাহ আসমা বিনতু ‘উমাইসের মধ্যে রয়েছে উত্তম দৃষ্টিগত, আল্লাহ তাঁর এবং তাঁর দুজন স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আবু নু‘আইম “মা‘আরিফাতুস সাহাবাহ” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, “তিনি হাবশাহর ভূমিতে তাঁর স্বামী জাফর ইবনু আবী তালিবের সাথে হিজরাত করেন, তিনি তাঁর সন্তান ‘আবদুল্লাহ, আওন ও মুহাম্মাদের জন্ম দেন...

অতঃপর জাফর নিহত হলে আবু বাকর আস-সিন্দীক্ব তাঁকে বিয়ে করেন এবং তিনি বিদায় হাজের বছরে আশ-শাজারাহ নামক স্থানে মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর আস-সিন্দীক্বের জন্ম দেন। অতঃপর আবু বাকরের ইস্তিকালের পর ‘আলী ইবনু আবী তালিব তাঁকে বিয়ে করেন ও তিনি ইয়াহইয়া ইবনু ‘আলী ইবনু আবী তালিবের জন্ম দেন।

অনুরূপ, খাওলাহ বিনতু ক্বয়িস ইবনু ক্বহদ ইবনু সালাবাহ আল-আনসারিয়্যাহ, উম্মু মুহাম্মাদ – এবং কেউ বলেন উম্মু হাবীবাহ। তাঁর স্বামী হামযাহ ইবনু ‘আবদিল মুত্তালিব নিহত হলে, আন-নুমান ইবনু আজলান আল-আনসারী তাঁকে বিয়ে করেন।

ইবনুল আসীর তাঁর “উসুদুল গ্ববাহ”তে বলেছেন, “আতিকাহ বিনতু যায়িদের বিয়ে হয় ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবী বাকরের সাথে। অতঃপর তিনি নিহত হলে, আল-ফারুক্ব ‘উমার তাঁকে বিয়ে করেন। এরপর তিনি নিহত হলে, আয-যুবাইর ইবনুল আওয়াম তাঁকে বিয়ে করেন।”

এবং হে মুসলিমাহ, আপনার ভেবে দেখা উচিত, কীভাবে একজন নারী আবু বাকর আস-সিন্দীক্ব, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব, ‘আলী ইবনু আবী তালিব এবং হামযাহ ইবনু ‘আবদিল মুত্তালিবের মত মহান ব্যক্তির (সাথে বিয়ে হওয়ার পর) পুনরায় বিয়ে করতে পারেন!

এগুলো শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের নারীদের ইতিহাস থেকে নেওয়া কয়েকটি উদাহরণমাত্র। আর আমরা যদি প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিয়ে করা নারীদের সংখ্যা গণনা করতে চাই, তবে তা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

যেসকল বিধবাগণ পুনরায় বিয়ের বিরোধিতা করেন – আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন – তাদের কিছু সংশয় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, যে নারী যদি তার ইয়াতীম সন্তান পালনে সবর করে, সে জান্নাতের দরজা দিয়ে প্রবেশে নাবীর সাথে প্রতিযোগিতা করবে। তাদের প্রমাণ হলো

নাবীর দিকে সম্বন্ধিত একটি হাদীস: “আল্লাহ সকল আদাম সন্তানের জন্য আমার পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ হারাম করেছেন, তবে আমার ডানপাশে তাকিয়ে দেখব এক নারী জান্নাতের দরজায় আমার সাথে প্রতিযোগিতা করছে, তখন আমি বলব, এই নারী আমার সাতগে প্রতিযোগিতা করছে কেন? বলা হবে, হে মুহাম্মাদ, এই নারী ইয়াতীমদের সাথে উত্তম ও সুন্দর ব্যবহার করত। তারা বালিশ্ব হওয়া অবধি সে সবর করেছে, তাই আল্লাহ তাকে এর প্রতিদান প্রদান করেছেন” (আবু ইয়ালা এবং আল-খরাইতী আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন, এবং এই শব্দমালা আল-খরাইতীর)। তবে এই হাদীসটি নাবীর নিকট থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়। আল-বুসিরী “আল-ইতহাফে” বলেছেন, “এটি আবু ইয়ালা থেকে ‘আবদুস সালাম ইবনু আজলানের দুর্বলতার দরুন একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত। সুতরাং কোন বুদ্ধিমতি নারী কি কেবল একটি দুর্বল হাদীসের অনুসরণের জন্য বিয়ের প্রতি উৎসাহিত করে এমন বহু সহীহ হাদীস পরিত্যাগ করবেন?!

আর কেইবা বললো যে ইয়াতীমদের মা তাদের বাবার পর অন্য কারও সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তিনি তার সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য পুরস্কৃত হবেন না? বরং তার প্রতিদান আল্লাহর অনুমতিক্রমে নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী।

এবং একজন মুত্তাকী পুরুষের সাথে বিবাহ বরং তার রবের নিকট তার প্রতিদান আরও বৃদ্ধি করবে, যেহেতু এই স্বামী তার ও তার সন্তানদের জন্য ভালো হবেন, তার সতীত্ব রক্ষা করবেন, তার খেয়াল রাখবেন এবং তার সন্তানদের আল্লাহর আনুগত্যে প্রতিপালন করবেন। আর যদি তার প্রথম স্বামী দেখত যে তার সন্তানরা সৎপথে ও সফলতার সাথে রয়েছে, তবে তিনি তাক অজস্র ধন্যবাদ জানাতেন।

কোন নারী বলতে পারেন, “আমি পুনরায় বিয়ে করব না, যাতে আমি আমার প্রথম স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকতে পারি”, এবং তাতে দোষের কিছু নেই, তবে এমন বোনদের জানা উচিত যে জান্নাতে একজন নারী তার কোন স্বামীর সাথে থাকবেন, এটি ইখতিলাফি বিষয়। কেউ বলেন যে সে তার শেষ স্বামীর সাথে থাকবে, কারও মতে তার প্রতি সবচেয়ে ভালো চরিত্রের স্বামীর সাথে থাকবে, কেউ বলে সে তার কুমারিত্ব গ্রহণকারী স্বামীর সাথে থাকবে, কেউ বলে তাকে স্বামীদের মাঝে পছন্দ করতে দেওয়া হবে এবং আরও অনেক অভিমত রয়েছে।

সুতরাং মুসলিমাহর – আল্লাহ তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন – উচিত এই ইখতিলাফ পর্যবেক্ষণ করা এবং এরপর দেখা যে আল্লাহর কিতাব বা রসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ থেকে এমন দালীল আছে কি-না যে তার প্রথম স্বামী নিশ্চিতভাবে জান্নাতে যাবেন, না-কি এটি কেবল সুধারণা ও আশা?

তার উচিত নিজের দিকে তাকানো, এক বা দুই বা তিন বা ততোধিক ইয়াতীম সন্তান সাথে নিয়ে তিনি যৌবনের শীর্ষে থাকা একজন যুবতী, আর এ ভূমি জিহাদের ভূমি যাতে ক্রমাগত আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণ চলমান, অথচ তিনি মুত্তাক্বী পুরুষের দেওয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, আর আল্লাহই ভালো জানেন কারও হায়াত দীর্ঘ হবে না-কি সংক্ষিপ্ত!

নারীর সর্বদাই একজন স্বামী প্রয়োজন যিনি তার দেখাশোনা করবেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ করবেন, আর যে নারী এর ভিন্ন কিছু বলে তিনি আল্লাহ তাকে যে ফিতরাহর ওপর সৃষ্টি করেছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আশেপাশের কেউই তার স্বামীর চাহিদা স্থান পূরণ করতে পারবে না, না তার বাবা, না ভাই, আর না কোন নিকটাত্মীয়!

তদুপরি, বিধবা নারীদের সামনে এক ফিতনাহর দ্বার বিদ্যমান, যা বন্ধের চেষ্টা করা নিজের ও নিজের আশেপাশের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা নারীর জন্য প্রয়োজন। অতএব যে নারী বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ও তার ও তার সন্তানদের প্রয়োজন তার বান্ধবীর স্বামীদের বা শ্বশুরবাড়ির লোকদের কাছ থেকে, যারা তার সন্তানদের চাচা, পূরণ করতে চায়, তাদের উচিত শাইত্বনের পিছিল পথের ভয় করা ও নিজেকে যেকোন শুবুহাহ (সংশয়জনক বিষয়) থেকে দূরে রাখা। যিনি শুবুহাহ এড়িয়ে চলেন, তিনি তার দীন ও সম্মান কলঙ্কিত হওয়া থেকে রক্ষা করলেন, আর শয়তানের চেয়ে বেশি নিরলস কেউ নেই এমন একজন অববাহিত নারীর পিছনে লাগতে, যিনি পূর্বে বিবাহের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

যেসকল বিধবার এই ‘উযর রয়েছে যে তিনি তার স্বামীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তার পরে আর বিয়ে করবেন না, তার জানা উচিত সালাফদের ইমামগণ এমনটি অপছন্দ করতেন, তাদের কেউ কেউ এমন প্রতিশ্রুতি অবৈধ মনে করতেন। জনৈক মহিলা আশ-শাবীর নিকট এসে বললেন, “আমি আমার স্বামীকে কঠিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তার পরে আমি পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না, আপনার অভিমত কি?” তিনি বললেন, “আমার অভিমত হলো, আপনার করা হারামের পূর্বে আমাদের আল্লাহর করা হালাল দিয়ে শুরু করা উচিত” (সাহীদ ইবনু মানসুর তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন)। আর একজন নারী নিজের অবস্থা সম্পর্কে তার স্বামী অপেক্ষা অধিক সচেতন, যিনি কি-না ইতোমধ্যেই বিদায় নিয়ে রবের কাছে চলে গিয়েছেন।

কোন নারীর প্রথম স্বামীর মৃত্যু বা শাহাদাতের পর পুনর্বিবাহের বৈধতা নিয়ে আলোচনার বিষয়টি কোন পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর বর্তমানে একাধিক স্ত্রীকে বিয়ের আলোচনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মানুষজন কেন তাকিয়ে থাকে ও লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়, যখন এটিই আল্লাহর বিধান?! আল্লাহ বলেন, “আর যারা কুফুরী করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের

‘আমালসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তা এজন্য, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, তাই তিনি তাদের ‘আমালসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন” (মুহাম্মাদ, ৮-৯)।

উপসংহারে, জেনে রাখুন, হে বোন, শাহীদের স্ত্রী – আমরা তাকে তাই মনে করি, আর আল্লাহই তার ফয়সালাকারী – যে জান্নাহ এমন এক উচ্চ ও মূল্যবান স্থান যেথায় কোন অসুস্থি, কষ্ট, দুঃখ বা বিপদ নেই, যেখানে মুমিন তাঁর রব তাকে যা দিয়েছেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে, তিনি দুনিয়ার প্রিয়জনদের সাথে থাকুন বা না থাকুন। আর নিশ্চয় আপনার স্বামী, যার জন্য আপনি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন না এ আশায় যে তিনি আখিরাতেও আপনার স্বামী হবেন, যদি বিচারের দিন আপনার জান্নাতে প্রবেশে একটি মাত্র উত্তম ‘আমালের প্রয়োজন হয় এবং আপনি এ আশায় তার নিকট আসেন যে তিনি আপনাকে একটি উত্তম ‘আমাল দিবেন, তবে তিনি আপনাকে তা দিবেন না।

“সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাই থেকে, তার মা ও বাবা থেকে, তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই একটি গুরুতর অবস্থা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে” (‘আবাসা, ৩৪-৩৭)। সেদিন সবাই বলবে, “আমাকে বাঁচাও, আমাকে!” এমনকি নাবী ও রসুলদেরও এমনটিই হবে, কেবল আমাদের নাবী ﷺ ব্যতীত।

এছাড়াও আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন না যে তার শাহাদাহ ক্ববুল হয়েছে কি-না, কারণ হৃদয়ের নিয়্যাতের ব্যাপারে তিনিই জ্ঞাত, যিনি থ্বইব সম্পর্কে জানেন। আর কোন সন্দেহ নেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সান্নিধ্য অর্জন, তাঁর কথা শোনা ও তাঁর সাথে বলা এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁকে দেখতে পাওয়াসহ যে বিষয়াদির আশা আপনি করেন, তা আখিরাতে বাকি সকল নি‘আমাতের তুলনায় মহান। একটি আসারে বর্ণিত হয়েছে, “নিশ্চয়ই যখন জান্নাতের অধিবাসীরা পূর্ণ সুখ লাভ করবে এবং মনে করবে যে এরচেয়ে সুখের কিছুই নেই, তখন রব তাদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করবেন। তারা আর-রহমানের চেহারার দিকে তাকাবে, এবং আর-রহমানের চেহারার দিকে তাকানোর সময় তারা তাদের অবলোকনকৃত সমস্ত নি‘আমাতের কথা ভুলে যাবে” (আল-মারিসীর খণ্ডনে আদ-দারিমী কর্তৃক বর্ণিত)। অতএব, আপনি কি এমন একজন স্বামীর কথা বিবেচনা করবেন না যিনি সৃষ্টিকুলের রবের হারামকৃত জিনিস থেকে আপনাকে রক্ষার মাধ্যমে এই মহা নি‘আমাতের লাভে আপনাকে সাহায্য করবেন?!

